আজকের কাগজ

তারিখ 02 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

একুশের গ্রন্থমেলার উদ্বোধন

বায়ান্নর একুশের জন্যে প্রস্তুতি হাজার বছরের

কাগজ প্রতিবেদক ঃ বায়ান্নর একুশ তাৎক্ষণিক ঘটনা নয়-এর জন্যে প্রস্তুতি গেছে হাজার বছর। হাজার বছর ধরে বাঙালীর হৃদয়ে ভাষার সংগ্রাম ঘুমিয়ে ছিলো। এদেশে বর্গী পাঠান হুনরা এসেছে কিন্তু কেড়ে নিতে পারেনি বাঙালীর গাঁথা-কবিতা, গান। সেকারণেই ৫২'র একুশে প্রাণ দিতে পেরেছে বাঙালী। ভাষার জন্যে প্রাণদানের ইতিহাস আর কোনো দেশে কোনো জাতির নেই। গতকাল বাংলা একাডেমির অমর একুশে '৯৩-এর গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ এ কথা বলেন। একুশের অমর গানের সংগীত বাজানোর পর উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ভাষা সৈনিক সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি তার ভাষণে লেখালেখি বা গ্রন্থ প্রকাশ একটা সমবায়ী শিল্প। এর সঙ্গে অনেক লোকের অবদান জড়িত। তিনি প্রত্যাশা করেন বাংলা একাডেমি থেকে এমন বই প্রকাশিত হবে যা বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। গ্রন্থমেলা কমিটির সদস্যসচিব মুহম্মদ নুরুল হুদা ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্যে বলেন, বাংলা একাডেমি ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল। উদ্বোধনী আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি বিচারপতি হাবিবুর রহমান ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করেন।

সভাপতির ভাষণে মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ আরো বলেন, হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের ছিলো এক কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। আর্মিরা এসে সেই সভ্যতা ধ্বংস করে দেয়। তথাপি বাঙালী তার কবিতা-গাঁথা গানে ধারণ করেছে তার বাঙালীত্ব। আসলে মানুষের জীবনে এমন অনেক সত্য আসে যা তাৎক্ষণিকভাবে সে বুঝতে পারে না। জীবন সায়াহ্নে অনেক চেনা সত্যকি উপলব্ধি করা যায়। একুশ এমন একটি মহান সত্য যা অর্ধ শতাব্দী ধরে আমরা উপলব্ধি করছি। এ সত্যকে আর নড়ানো যাবে না। একুশ একটা রক্তরাঙা গম্বুজ। যার চার পাশে চলছে বাঙালীর সত্যের সংগ্রাম। একুশের বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করলে তারা নির্মূল হয়ে যাবে। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি সকল বাঙালীর প্রতিষ্ঠান। এখানে বাঙালীর অনুভূতি জড়িত। তাই বাংলা একাডেমির গ্রন্থমেলা আজ আর মেলা নয়-উৎসব।